

বিদ্রোহী বঙ্গ - ২

(এ নহে তোমার)

প্রায় দু'হাজার তিনশ' বছর আগের কথা। বাংলা থেকে হাজার মাইল সুদূরে পঞ্চ-আব অর্থাৎ পাঁচ-পানি অর্থাৎ পাঁচ নদীর দেশ পাঞ্জাবের বিপাশা নদীর ধারে এসে দাঁড়িয়েছেন সুদূর গ্রীসের বিশ্বজয়ী সুদর্শন তরুণ সম্রাট। কোথায় কোন সুদূরে সেই গ্রীস! সেখান থেকে শুরু করে কত রাজ্য কত দেশ - ইরাণ তুরাণ আফগানিস্থান পার হয়ে পাঞ্জাব পর্যন্ত দলিত মথিত করে ছেড়েছে তাঁর শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী। জয়ের পর জয়, কিংবদন্তীর নায়ক ইরাণ-সম্রাট দারায়ুস পর্যন্ত দাঁড়াতে পারেনি তাঁর সামনে। মানুষের ইতিহাসে ক্রমাগত এত বিজয় বোধহয় কখনো দেখেনি কেউ। সম্রাটের চোখে বিশ্ব-জয়ের স্বপ্ন। স্বপ্নটা তাঁকে মানায়। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাবাহিনীর অধিকারী তিনি, সর্বশ্রেষ্ঠ যুদ্ধবিশারদ তাঁর সেনাপতি। বারবার প্রমাণ হয়েছে সেটা।

ঝিলমিল করছে বিপাশার ঢেউ। ওই দেখা যায় তার ওপারে সুবিশাল ভারতের মূল ভূখন্ড। আর মাত্র ক'টা দিন, তার পরেই পুরো ভারতবর্ষ তাঁর হয়ে যাবে। সেই সাথে পূব-ভারতের সেই অলৌকিক বদ্বীপ। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা সেই পৃথিবী-বিখ্যাত জলস্থলের মাদুর। দেবার জন্য তৈরি হয়েই আছে যে মাটি, আম খেয়ে আঁটিটা ছুঁড়ে ফেললে দু'দিন পরই দেখা যাবে ছোট দু'টো নধর সবুজ পাতা।

আশ্চর্য্য, এমন মাটিও আছে দুনিয়ায়!

খবর এলো, বিপাশার ওপারে বিপক্ষ দলের সেনাবাহিনী এসে হাজির হয়েছে। তা তো হবেই, নিজের রাজ্য কি সহজে ছাড়তে চায় কেউ? মনে মনে তৈরি হয়ে গেলেন সম্রাট, তৈরি হয়ে গেল বিপাশাও। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম দু'টো শক্তি তার এধারে ওধারে। যুদ্ধ শুরু হলে পানির চেয়ে বেশী রক্ত বয়ে যাবে তার শরীর বেয়ে। তৈরী হতে গেলেন অভিজ্ঞ রণবিশারদ চিরবিজয়ী সেনাপতিও, আর তখনই তাঁর কপালে সমূহ ভাঁজ পড়ল। তারপর সেখানে ফুটে উঠল ঘাম, কুঁচকে গেল ভুরু দু'টো। সেনাপতির এ হেন ঘর্মান্ত চেহারা আগে দেখেন নি সম্রাট, অবাক বিস্ময়ে তাকালেন তিনি সেনাপতির দিকে।

“কি ব্যাপার, সেনাপতি?”

“ওদের শক্তির খবর এসেছে সম্রাট”।

“ক'হাজার ওরা?”

“দু'শো, সম্রাট”।

“মাত্র??”

“দু'শোটা এক হাজার সম্রাট, অর্থাৎ দু'লক্ষ। ওরাও আজ পর্যন্ত কখনো পরাজিত হয়নি, সম্রাট”।

এবার সম্রাটের কপালেও ভাঁজ পড়ল।

“আরও আছে, সম্রাট। দু'দশ নয়, পুরো কুড়ি হাজার ঘোড়ার সুসজ্জিত একটা অশ্ব-বাহিনী মারমুখী হয়ে তৈরী হয়ে আছে”।

সম্রাটেরও কুঁচকে গেল ভুরু। কু-ড়ি হা-জা-র ঘোড়া? সে যে বিশাল ব্যাপার! তাহলে তো.....

“আরও আছে, সম্রাট। কমপক্ষে তিন হাজার হাতীর একটা গজ-বাহিনী কেয়ামতের মত অপেক্ষা করছে”।
আঁকে উঠলেন সম্রাট - “ক-ত?? তি-ন হা-জা-র হাতী”???
“কমপক্ষে, সম্রাট”।

মুখ হা’ হয়ে চোয়াল বুলে পড়ল সম্রাটের। অবিশ্বাস্য, অবিশ্বাস্য! দু’চারশ’ নয়, কমপক্ষে তিন হাজার হাতী!
এ যে অবিশ্বাস্য! এ রকম একটা মহাশক্তি নিয়ে লোকটা ভারতবর্ষে বসে করছে কি? সমস্ত পৃথিবীটা তো ওরই
জয় করার কথা!

সম্রাটের মনে হল পুরো হিমালয় পর্বতটা ছুটে এসে তাঁর পথরোধ করে দাঁড়িয়ে গেছে। জীবনভর অসংখ্য
যুদ্ধের যোদ্ধা তিনি, কখনো পরাজয়ের মুখ দেখেন নি। অজেয় তাঁর গর্বিত সেনাবাহিনী, পরাজয় কাকে বলে
আজও জানে না। কিন্তু হিমালয়ের সাথে কি যুদ্ধ করা যায়! ব্যাকুল হয়ে তাকালেন তিনি বিচক্ষণ সেনাপতির
দিকে। তাহলে কি.....

“হুকুম, সম্রাট! কিন্তু পরিষ্কার আত্মহত্যা করা হবে, যে কোন হিসেবেই” - জানালেন বিশেষজ্ঞ সেনাপতি।

আষাঢ়ে গাল-গল্প মনে হচ্ছে? আকাশকুসুম রূপকথা? হবেও বা! বুঝি রূপকথা সৃষ্টি করার ক্ষমতা-ই ছিল
ইতিহাসে তাঁদের, যাঁদের ক্ষয়িষ্ণু রক্ত বইছি আমরা এখনো এই হাজার বছর পরে। দিগ্বিজয়ী সাইক্লোন
ঠেকিয়ে দেবার ক্ষমতা ছিল যে পূর্বপুরুষদের। নিজেদের ঢাক পেটানো খালি কলসী নয়, বিদেশী
ঐতিহাসিকদের সপ্রশংস ইতিহাস।

“ভারতের সমুদয় জাতির মধ্যে গঙ্গারিডি-ই সর্বশ্রেষ্ঠ। এই গঙ্গারিডির রাজার বিশাল হস্তী-বাহিনীর কথা
জানিতে পারিয়া আলেকজান্ডার তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন না” - ডায়াডোরাস (আলেকজান্ডারের
ইতিহাসবিদ, যাঁকে তিনি সবসময় সাথে রাখতেন)।

“ধননন্দ গঙ্গারিডি জাতির রাজা ছিলেন। আলেকজান্ডারের বিপক্ষে তাঁহার বিশাল বাহিনীতে প্রায় দুই লক্ষ
পদাতিক, বিশ হাজার অশ্বরোহী ও তিন হইতে চার হাজার যুদ্ধহস্তী ছিল”- কুইন্টাস কার্টিয়াস।

কিন্তু তাতে আমাদের কি, বাঙ্গালীর কি? কোথাকার এক গঙ্গারিডি জাতির রাজা ধননন্দ “ভারতের সমুদয়
জাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ” হলেনই বা, পাঞ্জাব পর্যন্ত সুবিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হলেনই বা। তাতে আমাদের
বাঙ্গালীদের কি আসে যায়? আবার তাকানো যাক বিশ্ব-বরণ্য ঐতিহাসিকদের দিকে।

“গঙ্গানদীর মোহনায় সমুদয় এলাকা জুড়িয়া গঙ্গারিডির রাজ্য” - টলেমী।

“গঙ্গারিডি রাজ্যের ভিতর দিয়া গঙ্গা নদীর শেষ অংশ প্রবাহিত হইয়াছে” - প্লিনি।

এই হল প্রতিরোধ, বাঙ্গালীর প্রতিরোধ। এ যদি হয়েছে তখন, এ হতে পারে এখনও। এ যদি তখন হয়েছে
সামরিক, এ হতে পারে সাংস্কৃতিক, এখনও।

ধন্যবাদ।

(পাঞ্জাব থেকে ফিরে যাবার পথে কি একটা সামান্য অসুখে আলেকজান্ডার মাত্র ৩২ বছর বয়েসে মারা যান)।